আমীরে আহলে সুন্নাত ﷺ এর লিখিত কিতাব
"আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা (মক্কা মদীনার যিয়ারত সম্বলিত)"
থেকে নেয়া বিষয়বস্তুর দ্বিতীয় অংশ

মদীনার মাটির বরকত সমূহ

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী ﷺ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়বস্তু "আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা" কিতবের ২৫-৪৬ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

মদীনার মাটির বরকত সমূহ

আত্তারের দোয়া

হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ পুস্তিকা **"মদীনার মাটির বরকত সমূহ"** পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে মদীনার মাটির প্রতিটি কণার সাথে অফুরন্ত মুহাব্বত দান করো এবং ঈমান ও নিরাপত্তার সাথে মদীনার মাটির উপর তাকে মৃত্যু এবং মদীনার মাটিতে তাকে দাফন হওয়ার সৌভাগ্য নসিব করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত আল্লামা মাজদুদ্দীন ফিরুজাবাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ হতে বর্ণিত; যখন কোন মজলিশে (অর্থাৎ লোকদের মাঝে) বসো আর বল: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد তবে আল্লাহ পাক তোমার উপর একজন ফেরেশতা নিয়জিত করে দিবেন, যে তোমাকে গীবত করা থেকে বিরত রাখবে। আর যখন মজলিশ থেকে উঠে যাবে তখন বল: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد তখন ফেরেশতা লোকদেরকে তোমার গীবত করা থেকে বিরত রাখবে।

(আল কউলুল বদী, ২৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রসিদ্ধ আশিকে রাসূল ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর ১২টি ঘটনা

মদীনায় খালি পা

কোটি কোটি মালেকী মাযহাবের অনুসারীদের মহান ইমাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ মহান আশিকে রাসূল ছিলেন। তিনি

www.dawateislami.net

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মদীনা পাকের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا অলি-গলিতে খালি পায়েই চলাফেরা করতেন। (আত তাবাকাতুল কুবরা লিশ শারানী, প্রথম অংশ, ৭৬ পৃষ্ঠা)

প্রতি রাতেই হুযুর ﷺ এর দীদার লাভ

হযরত সায়্যিদুনা মুছান্না ইবনে সাঈদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: "হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন: এমন কোন রাতই অতিবাহিত হয়নি, যে রাতে আমি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করিনি।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৪৬ পৃষ্ঠা)

মিট জায়ে ইয়ে খোদী তো উহ জলওয়া কাহাঁ নেহিঁ,
দরদা মেঁ আপ আপনি নজর কা হিজাব হোঁ। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মদীনা শরীফে বাহন পরিহার

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমি মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরজায় খোরাসান কিংবা মিসরের ঘোড়া বাঁধা অবস্থায় দেখলাম, যা তাঁকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়েছিলো। এত উন্নত জাতের ঘোড়া এর আগে আমি কখনো দেখিনি। আমি বললাম: 'ঘোড়াগুলো কতই যে উন্নত মানের।' তিনি বললেন: 'এগুলো সব আমি আপনাকে উপহার দিলাম।' আমি বললাম: 'একটি ঘোড়া তো আপনার জন্য রেখে দিন।' তিনি বললেন: **'আল্লাহ্ তায়ালার** প্রতি আমার লজ্জা অনুভব হয় যে, এই বরকতময় পবিত্র জমিনকে আমার ঘোড়ার ক্ষুর দ্বারা পদদলিত করতে, যে জমিনে **তাঁরই প্রিয় রাসূল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসূলে মাকবুল, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিদ্যমান রয়েছেন।' অর্থাৎ **তাঁর** রওযা মোবারক এখানেই বিদ্যমান।"

(ইহইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা। আর রওজুল ফায়িক, ২১৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

হাঁ হাঁ রাহে মদীনা! হে গাফিল যরা তু জাগ,
ওহ পাওঁ রাখ্নে ওয়ালে! ইয়ে জা চশম ও চর কি হে।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নবী করীম ﷺ এর আলোচনার সময় রং পরিবর্তন হয়ে যেতো

হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন আবদুল্লাহ্ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইশ্‌কে রাসূল এমন ছিলো যে, তাঁর সামনে যখন **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা হতো, তখন তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেতো আর তিনি নিজে **যিকিরে-মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানে খুবই ঝুঁকে যেতেন। একদিন এ ব্যাপারে তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: 'যদি তোমরা তা দেখতে, যা আমি দেখি, তবে এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে না'।" (আশ শিফা, ২য় খন্ড, ৪১-৪২ পৃষ্ঠা)

জা'ন হে ইশ্‌কে মুস্তফা রোয ফুযোঁ করে খোদা,
জিচ কো হো দর্দ কা মযা নাযে দাওয়া উঠায়ে কিউঁ।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাদীসে পাকের দরস দেয়ার ধরণ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (১৭ বৎসর বয়স থেকে হাদীসের দরস দেওয়া শুরু করেন) যখন পবিত্র শরীফ শোনানোর ইচ্ছা করতেন (তখন গোসল করে নিতেন), চৌকি (আসন) পাতানো হতো এবং তিনি উত্তম পোশাক পরিধান করে সুগন্ধি লাগিয়ে খুবই বিনয় সহকারে নিজের হুজরা শরীফ থেকে বের হয়ে এসে তাতে আদব সহকারে বসতেন। (হাদীসের দরস দান কালে তিনি কখনো পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন না) আর যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বৈঠকে হাদীস সমূহ পাঠ করা হতো ওখানে ততক্ষণ পর্যন্ত লোবান ও আগর বাতি জ্বালিয়ে রাখতেন।" (বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, ১৯-২০ পৃষ্ঠা)

আম্বর জমিঁ আবীর হুয়া মুশক তর গুবার!
আদনা সি ইয়ে শানাখ্ত তেরি রাহ্গুজর কি হে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিচ্ছু ১৬বার দংশন করার পরও হাদীসের দরস অব্যাহত রাখেন

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "হযরত সায়্যিদুনা আবু আবদুল্লাহ্ ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসের দরস দিচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় বিচ্ছু তাঁকে ১৬বার দংশন করে। প্রচণ্ড ব্যথায় তাঁর চেহারা মোবারক হলুদ বর্ণ হয়ে গিয়েছিলো (অর্থাৎ হলদে বর্ণ ধারণ করেছিলো), কিন্তু হাদীসের দরস অব্যাহত রেখেছিলেন (এবং পার্শ্ব পর্যন্ত পরিবর্তন করেননি)। যখন দরস শেষ হলো এবং সবাই চলে গেলো তখন আমি আরয করলাম: 'হে আবু আবদুল্লাহ্! আজ আমি আপনার মাঝে একটি আশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করেছি!' তিনি বললেন: 'হ্যাঁ! কিন্তু আমি রাসূলের হাদীসের প্রতি সম্মানের কারণে ধৈর্যধারণ করেছি।' (আশ শিফা, ২য় খন্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা)

এয়সা গুমা দেয় উন কি ভিলা মেঁ খোদা হামেঁ,
ঢোঁন্ডা করে পর আপনি খবর কো খবর না হো। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাদীসের অনুলিপিগুলো পানিতে ডুবিয়ে দিলেন কিন্তু...

আশিকে মদীনা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিয়ম মোতাবেক সর্বপ্রথম হাদীসের কিতাব প্রণয়ন করেন। যা **"মুয়াত্তা ইমাম মালেক"** নামে প্রসিদ্ধ। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই আন্তরিকতার অধিকারী ছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মুহাম্মদ আব্দুল বাকী যারকানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: "ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন "মুয়াত্তা" প্রণয়নের কাজ শেষ করেন তখন নিজের ইখলাছের প্রমাণ করার জন্য "মুয়াত্তা"র সব অনুলিপিগুলোই তিনি পানিতে ডুবিয়ে দিলেন আর বললেন: 'এগুলোর একটি পৃষ্ঠাও যদি

www.dawateislami.net

ভিজে থাকে, তবে আমার নিকট এর কোন প্রয়োজন নেই।' কিন্তু ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নিয়্যতের সততা এবং একনিষ্ঠতার ফলশ্রুতিতে দেখা গেলো যে, এর একটি পৃষ্ঠাও পানিতে ভিজেনি।"

(শরহুয যুরকানী আলাল মুয়াত্তা, ১ম খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা)

বানা দেয় মুঝ কো ইলাহী খুলুস কা পেয়'কর,
করী'ব আয়ে না মেরে কভি রিয়া ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ইশ্‌কে রাসূলে ক্রন্দনকারী মুহাদ্দিসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নিকট এক ব্যক্তি (তাঁর শ্রদ্ধাভাজন ওস্তাদ) হযরত সায়্যিদুনা আইয়ূব সাখতিয়ানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: "আমি যেসব মনিষীদের কাছ থেকে হাদীস রেওয়ায়াত করে থাকি তাঁদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ। আমি তাঁকে দুইবার হজ্বের সফরে দেখেছি যে, তাঁর সামনে যখন **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আলোচনা হতো, তখন তিনি এতই কান্নাকাটি করতেন যে, তাঁর উপর আমার মায়া এসে যেতো। আমি যখন থেকেই তাঁর মাঝে নবী পাকের সম্মান ও ইশ্‌কে রাসূল দেখতে পাই তখন থেকেই মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছ থেকে হাদীস শরীফ রেওয়ায়াত করা শুরু করি।" (আশ শিফা, ২য় খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)

ইয়াদে নবীয়ে পাক মেঁ রোয়ে জো ওমর ভর,
মাওলা মুঝে তালাশ উসি চশমে তর কি হে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

মদীনার মাটিকে অসম্মানকারীর শাস্তি

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সামনে কেউ বললো যে, 'মদীনার মাটি ভাল নয়', একথা শুনে তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ফতোয়া দিলেন যে,

"এই বে-আদবকে ত্রিশবার বেত্রাঘাত করা হোক এবং জেলখানায় বন্দী করে রাখা হোক।" (প্রাগুক্ত, ৫৭ পৃষ্ঠা)

জিচ খাক পে রাখ্‌তে থে কদম সৈয়্যদে আলম,
উচ খাস পে কুরবাঁ দিলে শেয়দা হে হামারা। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে হেরমের বাইরে চলে যেতেন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মদীনা শরীফের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا মাটিকে সম্মানের কারণে কখনো মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারেননি। এই কাজের জন্য তিনি সর্বদা মদীনার হেরেমের বাইরে চলে যেতেন। অবশ্য অসুস্থ অবস্থায় অপারগতার কথা ভিন্ন। (বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, ১৯ পৃষ্ঠা)

আয় খাকে মদীনা তো হি বাতা কিচ তারাহ পাওঁ রাখোঁ ইহাঁ,
তু খাকে পা ছরকার কি হে আঁখোঁ চে লাগাই জাতি হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদে নববীতে আওয়াজকে মৃদু রাখো

মসজিদে নববীতে عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام হযরত ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে আলোচনা কালে খলিফা আবু জাফর উচ্চ আওয়াজে কথা বললে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: "হে খলিফা! এই মসজিদে আওয়াজকে উচ্চ করবেন না। **আল্লাহ্ পাক রাসূলে পাকের** দরবারে আওয়াজ মৃদুকারীদের প্রশংসা করেছেন। যেমনিভাবে ২৬ পারার সূরা হুজরাতের ৩য় আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

(পারা: ২৬, সূরা: হুজরাত, আয়াত: ৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় ওই সমস্ত লোক, যারা আপন কণ্ঠস্বরকে নিচু রাখে **আল্লাহ্**র রাসূলের নিকট, তারা হচ্ছে ওই সব লোক, যাদের অন্তরকে **আল্লাহ্** খোদাভীরুতার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা প্রতিদান রয়েছে।

অপর দিকে উচ্চ আওয়াজে কথাবার্তা বলা লোকদের ব্যাপারে এই শব্দ দ্বারা তিরস্কার করা হয়েছে, যা একই সূরার ৪র্থ নম্বর আয়াতে করীমায় ইরশাদ হচ্ছে:

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

(পারা: ২৬, সূরা: হুজরাত, আয়াত: ৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় ওই সব লোক, যারা আপনাকে হুজরা সমূহের বাইরে থেকে আহ্বান করে তাদের মধ্যে অধিকাংশই নির্বোধ।

তাজেদারে রিসালত, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইজ্জত ও সম্মান নিঃসন্দেহে আজও সেইরূপ, যেরূপ **তাঁর** জাহেরী হায়াতে ছিলো। হযরত ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর এই কথায় খলিফা আবু জাফর চুপ হয়ে গেলেন।" (আশ শিফা, ২য় খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)

তুঝ চে ছুপাওঁ মুঁহ্ তো করোঁ কিচ কে সামনে,
কিয়া অওর ভি কিচী চে তওয়াক্কু নজর কি হে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩৬) রাসূলের রওযার দিকে মুখ করে দোয়া করো

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর নিকট খলিফা আবু জাফর মনসুর জিজ্ঞাসা করলেন: "(পবিত্র রওযায় যিয়ারত করার সময়) আমি কি কিবলার দিকে ফিরে দোয়া করবো, না কি **নবীয়ে আকরম, হুযুর পুরনূর**

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে মুখ করে রাখবো?" হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উত্তর দিলেন: "আপনি কীভাবে **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিক থেকে মুখটি ফিরিয়ে নিবেন? **হুযুর তাজেদারে রিসালত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবারে আপনার এবং আপনার সম্মানিত পিতা হযরত সায়্যিদুনা আদম ছফিউল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর জন্যও ওসীলা স্বরূপ। আপনি **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে মুখ করেই শাফায়াতের ভিক্ষা চান। **আল্লাহ্ পাক** আপন **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত অবশ্যই কবুল করবেন। স্বয়ং **আল্লাহ্ পাক** ইরশাদ করেন:

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿۶۴﴾

(পারা: ৫, আন নিসা, আয়াত: ৬৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুম করে তখন, হে মাহবুব! (তারা) আপনার দরবারে হাযির হয় এবং অতঃপর **আল্লাহ্**র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রাসূল তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই **আল্লাহ্**কে অত্যন্ত তাওবা কবূলকারী, দয়ালু পাবে।

(আশ শিফা, ২য় খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)

মুজরিম বুলায়ে আয়ে হেঁ 'জাউকা' হে গওয়াহ্,
ফির রদ হো কব ইয়ে শান করীমোঁ কে দর কি হে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যার সম্ভব হয় মদীনা সে যেন শরীফেই মৃত্যুবরণ করে

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: **রহমতে আলাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَّمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَإِنِّيْ أَشْفَعُ لِمَنْ يَّمُوْتُ بِهَا" অর্থাৎ যে ব্যক্তি মদীনা

www.dawateislami.net

শরীফে মৃত্যুবরণ করতে পারে, সে যেন সেখানেই মৃত্যুবরণ করে। কেননা, আমি মদীনায় মৃত্যুবরণ কারীদের জন্য সুপারিশ করবো।"

(তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৪৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৯৪৩)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "প্রকাশ থাকে যে, এই সুসংবাদ ও হেদায়াতটি সকল মুসলমানের জন্যই প্রযোজ্য, শুধুমাত্র মুহাজিরীনদের জন্যই নয় অর্থাৎ যেসব মুসলমানদের নিয়্যত থাকবে মদীনা শরীফে মৃত্যুবরণ করার, সে যেন চেষ্টাও করে সেখানে মৃত্যুবরণের জন্য। যদি **আল্লাহ্ পাক** নসিব করে সেখানেই অবস্থান করুন, বিশেষ করে বৃদ্ধাবস্থায় আর বিনা প্রয়োজনে মদীনা শরীফের বাইরে যাবেন না। কেননা, মৃত্যু ও দাফন যেন সেখানেই হতে পারে। হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দোয়া করতেন: "হে **মাওলা**! আমাকে তোমার **মাহবুবের** শহরে শাহাদাতের মৃত্যু দিও।" তাঁর দোয়া এমনভাবে কবুল হয়েছিলো যে, سُبْحٰنَ الله! ফজরের নামায, মসজিদে নববী, মেহরাবে নবী, নবীর মুসল্লায় আর সেখানেই শাহাদাত। আমি কিছু কিছু লোককে দেখেছি, ত্রিশ চল্লিশ বৎসর যাবৎ তারা মদীনা শরীফেই অবস্থান করছেন, মদীনার সীমানা এমনকি মদীনা শহর ছেড়েও কখনো বাইরে যাননি। এই ভয়ে যে, মৃত্যু যেন মদীনার বাইরে কোথাও না হয়ে যায়। হযরত ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এরও একই কর্ম পদ্ধতি ছিলো।" (মিরআতুল মানাজীহ্, ৪র্থ খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা)

মদীনায় ওফাত, বিদায় বেলায় নেকীর দাওয়াত

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাত ১৭৯ হিজরির সফর বা রবিউল আউয়াল মাসের ১০, ১১ কি ১৪ তারিখে মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا হয়েছিলো এবং জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন করা হয়। ওফাতের সময় তিনি নেকীর দাওয়াত পেশ করেন। সায়্যিদুনা ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া মাছমূদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; সায়্যিদুনা রবীয়া বলেন: আমার দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তিকে নামাযের মাসয়ালা বলা, পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পদ সদকা করার চেয়েও উত্তম, এবং কোন

www.dawateislami.net

ব্যক্তির দ্বীনি সমস্যা দূরীভূত করা এক শত হজ্ব করার চেয়েও উত্তম।" এমনকি সায়্যিদুনা ইবনে শিহাব যুহরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরাত দিয়ে বলেন যে, তিনি বলেন: "আমার দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তিকে দ্বীনি পরামর্শ প্রদান করা একশতটি ধর্মীয় যুদ্ধে জিহাদ করার চেয়েও উত্তম।" সায়্যিদুনা ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "এই কথাগুলো বলার পর সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আর কোন কথাই বলেননি এবং নিজের প্রাণকে দয়ালু প্রতিপালকের নিকট সমর্পণ করে দেন।" (বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, ৩৮-৩৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তাইবা মেঁ মরকে ঠান্ডে চলে জাও আঁখেঁ বন্দ,
সিধী সড়ক ইয়ে শহরে শাফায়াত নগর কি হে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাহবুবকে সন্তুষ্ট করার অনন্য ধরণ

এক ব্যক্তি মাহমূদ গজনবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে মদীনা শরীফে عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام উপস্থিত কালে মসজিদে নববী শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا গরীবের পোশাক পরিহিত, কাঁধে পানির মশক উঠানো অবস্থায় হেরেম শরীফের যিয়ারত কারীদেরকে পানি পান করাতে দেখে বললেন: "আপনি না গজনীর বাদশাহ্? নিজের এ কোন্ অবস্থা করে রেখেছেন?" উত্তরে তিনি বললেন: "আমি বাদশাহ হতে পারি, তবে তা গজনীর, এই দরবারে তো বাদশাহ্রাও ফকীর-গরীব।" জিজ্ঞাসাকারীর নিকট এই মুহাব্বতপূর্ণ উত্তর খুবই প্রছন্দ হলো। কিছুক্ষণ পর লোকটি দেখলো যে, মিসরের বাদশাহ্ অত্যন্ত সৌর্য-বীর্য ও মহা প্রতিপত্তি সহকারে আসছে। লোকটি সামনে অগ্রসর হয়ে বললো: "আপনার এত বড় স্পর্ধা! মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا উপস্থিতী আর এই শাহী প্রতিপত্তি প্রদর্শন!" এ কথার উত্তরে মিসরের বাদশাহ যা বলেছিলেন, তাও সোনালী অক্ষরে লিখে রাখার মতই। মিসরের বাদশাহ্

বললেন: "হে প্রশ্নকারী! এটা বলুন যে, এই বাদশাহী আমাকে কে দান করেছেন? নিঃসন্দেহে **মদীনাওয়ালা আক্বা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**ই** আমাকে দান করেছেন। তাই আমি শাহী মুকুট ও শাহী পোশাকে **তাঁর** দরবারে উপস্থিত হয়েছি, যাতে করে প্রদানকারী যেন নিজের মোবারক চোখে তা অবলোকন করে নেন।" (বা'রা তকরীরেঁ, ২০৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কিস চিজ কি কমী হে মাওলা তেরি গলি মেঁ,
দুনিয়া তেরি গলি মেঁ ওকবা তেরি গলি মেঁ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিলালের আযান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অতুলনীয় আশিক হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নাম উচ্চারিত হতেই নিজের অজান্তেই কল্পনায় আপাদমস্তক আশিকে রাসূল এক ব্যক্তিত্বের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ঈমান আনয়ন এবং দাসত্বের শিকল থেকে মুক্তি লাভের পর অতুলনীয় আশিক হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জীবনের সুন্দর দিনগুলো **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতেই কাটিয়েছিলেন। কিন্তু **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের পর নবী-বিরহের বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে মদীনা শরীফের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا থেকে হিজরত করে সিরিয়ার 'দারইয়া' নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন। কিছু দিন অতিবাহিত হলে এক রাতে স্বপ্নে **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার নসিব হলো। নূরানী ঠোঁট মোবারক নড়ে উঠল, দয়া ও ভালবাসার ফুল বর্ষণ হতে লাগল, শব্দগুলো প্রায় এরূপই ছিলো, "مَا هٰذِهِ الْجَفْوَةُ يَا بِلَال! اَمَا آنَ لَكَ اَنْ تَزُوْرَنِيْ يَا بِلَال! অর্থাৎ হে বিলাল! এ কেমন জুলুম! সেই সময় কি এখনো হয়নি যে, তুমি আমার

www.dawateislami.net

যিয়ারতে উপস্থিত হবে।" অতুলনীয় আশিক হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জাগ্রত হয়ে **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই আদেশটি পালনের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا দিকে রওয়ানা হলেন এবং সফর করে তিনি আশিকদের মিলনমেলা মদীনা শরীফের নূরানী ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে এসে প্রবেশ করলেন, ব্যাকুল হয়ে **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী মাযার শরীফে উপস্থিত হলেন, যেন বাঁধ ভেঙে চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো এবং চেহারাখানি পবিত্র মাযারের বরকতময় মাটিতে লাগাতে লাগলেন। হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আগমনের সংবাদ শুনে নবী-বাগানের ফুটন্ত দুইখানি ফুল সায়্যিদাইনা হাসানাঈন করীমাঈন (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদাইনা হাসান ও হোসাইন) رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا ও তাশরিফ নিয়ে এলেন। হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের অজান্তে উভয় শাহাজাদাকে বাহুদ্বয়ে আবদ্ধ করে নিলেন এবং আদর করতে লাগলেন। শাহজাদারা আবেদন করলেন: "হে বিলাল! আমাদেরকে আবারও সেই আযান শুনিয়ে দিন, যে আযান আপনি আমাদের **নানাজান** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী হায়াতে দিতেন।" এমতাবস্থায় অস্বীকার করার সুযোগ কোথায়? অবশেষে হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মসজিদে নববী শরীফ عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর ছাদের সেই জায়গাতে গিয়ে দাঁড়ালেন যেই স্থানটিতে দাঁড়িয়েই তিনি **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জীবদ্দশায় আযান দিতেন। হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখন 'اَللّٰهُ اَكۡبَر' ধ্বণিতে আযান শুরু করলেন তখন মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعۡظِيۡمًا জাগরণ সৃষ্টি হয়ে গেলো এবং লোকেরা আবেগে আপ্লুত হয়ে গেলো, যখন 'اَشۡهَدُ اَنۡ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا الله' উচ্চারিত হয় তখন চতুর্দিকে হায় হায় গুঞ্জন সৃষ্টি হয়ে গেলো। যখন 'اَشۡهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوۡلُ الله' এই বাক্যে এসে পৌঁছালেন, তখন লোকেরা আবেগাপ্লুত হয়ে পরস্পর বলতে লাগলো: **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কি রওযায়ে আনওয়ার থেকে বের হয়ে এসেছেন? **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর

www.dawateislami.net

জাহেরী ওফাতের পর মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এই দিনটির চেয়ে অধিক কান্না-কাটি আর কখনো হয়নি। এই ঘটনাটির পর অতুলনীয় আশিক হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ যত দিন জীবিত ছিলেন প্রতি বছর একবার মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا উপস্থিত হতেন এবং আযান দিতেন।

(তারিখে দামেশক, ৭ম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৭২০ পৃষ্ঠা)

জা'হ ও জালাল দো না হি মাল ও মানাল দো,
সোযে বিলাল বস মেরি ঝুলি মেঁ ডাল দো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৯০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

গ্রানাডার দুরারোগ্য রোগী

আবু মুহাম্মদ ইশবীলী নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন; "আমি গ্রানাডার এমন একজন রোগীর নিকট ছিলাম, যাকে ডাক্তাররা এর রোগের চিকিৎসা নেই বলে জানিয়ে দিয়েছেন, সেই রোগীর এক খাদিম ইবনে আবি খেছাল **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে একটি দরখাস্ত লিখলেন। যেটাতে তার মুনিবের রোগের কথাও উল্লেখ ছিলো এবং আবেদন করেছিলেন, তার মুনিব যেন আরোগ্য লাভ করেন।" আবু মুহাম্মদ বলেন: "সেই দরখাস্তটি নিয়ে একজন মদীনার যিয়ারতকারী গ্রানাডা থেকে মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا উপস্থিত হলো। যখনই দরখাস্তটি **দরবারে রিসালতে** পাঠ করা হলো, এদিকে গ্রানাডায় রোগীটি আরোগ্য লাভ করল।"

(ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খন্ড, ১৩৮৭ পৃষ্ঠা)

ফকত আমরাজে জিসমানী কি হি করতা নেহিঁ ফরিয়াদ,
গুনাহোঁ কে মরজ সে ভি শিফা দো ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৫১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

যমযমের পানির অসাধারণ পরিবেশনকারী

শায়খ আবু ইব্রাহীম ওয়াররাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমি একবার হজ্ব ও যিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করলাম। পাথেয় কম থাকার কারণে আমার কাফেলা আমাকে মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا একা রেখে চলে গেলো। আমি **দরবারে রিসালতে** গিয়ে ফরিয়াদ করলাম" **"ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার সফরসঙ্গীরা আমাকে একা রেখে চলে গেছেন।" এরপর আমি যখন ঘুমিয়ে পড়লাম, স্বপ্নে **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করলাম। **তিনি** ইরশাদ করলেন: "মক্কা শরীফে যাও। সেখানে এক ব্যক্তিকে যমযম থেকে পানি তুলে লোকজনকে পান করাতে দেখবে। তুমি তাকে বলবে: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আদেশ করেছেন যে, আপনি যেন আমাকে আমার ঘরে পৌঁছিয়ে দেন।" আমি নির্দেশ অনুযায়ী মক্কা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا গিয়ে পৌঁছলাম এবং যমযম শরীফের কূপের নিকট গেলাম। দেখতে পেলাম এক ব্যক্তি পানি তুলছেন। তাঁকে কিছু বলার পূর্বেই তিনি আমাকে বললেন: "দাঁড়াও! আমি লোকদের পানি পান করিয়ে নিই।" যখন তিনি অবসর হলেন তখন রাত হয়ে গিয়েছিলো, তিনি বললেন: "বাইতুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করে নিন। তারপর আমার সাথে মক্কায়ে মুকাররামার زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا উঁচু অংশের দিকে যাবেন।" অতএব, আমি তাওয়াফ -এর সৌভাগ্য অর্জন করার পর তাঁর সাথে সাথে চলতে লাগলাম। সকালের নিকটবর্তী সময়ে আমি নিজেকে এমন একটি উপত্যকায় অনুভব করলাম, যাতে ঘন গাছ আর পানির ঝর্ণা ছিলো, আমার মনে হচ্ছিলো এটি আমার নিজেরই উপত্যকা 'শফশাওয়াহ্র'। অনুরূপ চতুর্দিকে যখন সকালের আলো বাড়তে লাগল আমি ভালভাবে দেখলাম যে, বাস্তবেই এটি 'শফশাওয়াহ্' উপত্যকাই। আমি খুশি মনে আমার পরিবার-পরিজনের নিকট গেলাম আর আমার বাড়ি আসার কারামতপূর্ণ কাহিনী শুনিয়ে সবাইকে তাক লগিয়ে দিলাম! লোকেরা আমার কাফেলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। আমি তাদের বললাম: "তারা তো আমাকে অভাবী মনে করে মদীনা মুনাওয়ারাতেই

www.dawateislami.net

زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا একা রেখে স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলো। কিছু কিছু লোক আমার কথা সত্য বলে মেনে নিয়েছিলো, আবার কেউ কেউ আমার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। কয়েক মাস পর আমাদের সেই কাফেলাটি এসে পৌঁছে এবং লোকেরা আমার কথার বাস্তবতা বুঝতে পেরেছিলো আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه সবাই আমাকে সত্যবাদী বলে মেনে নিলো। (শাওয়াহিদুল হক, ২২৯ পৃষ্ঠা) (তখনকার দিনে যেহেতু উট আর খচ্চর ইত্যাদিতেই সফর হতো, হয়তো সে কারণেই কাফেলাটি কয়েক মাস পরেই এসে পৌঁছেছিলো)।

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তীনকা ভি হামারে তো হিলায়ে নেহিঁ হিলতা,
তুম চাহো তো হো জায়ে আভি কোহে মিহান ফুল। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মদীনা তিন রুপি : মুলতান তিন রুপি

কাহিনীটি কেউ আমাকে (সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ)[১] অনেক দিন পূর্বেই শুনিয়েছিলো, স্বরণ শক্তি অনুযায়ী নিজস্ব ভাষায় বর্ণনা করার চেষ্টা করছি: "হাজীদের একটি কাফেলা মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান (পাকিস্তান) থেকে মদীনাতুল **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (অর্থাৎ মদীনা শরীফের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا) এর দিকে রওয়ানা হলো। তাদের মাঝে একজন আশিকে রাসূলও ছিলো। বাইতুল্লাহ্‌র হজ্ব আর মদীনা শরীফের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا হাজিরীর পর সকলে মুলতান শরীফ ফিরে গেলো। এক হাজী সাহেব আশিকে রাসূলটিকে বিরক্ত করে বললেন: "**রাসুলের** দরবার থেকে তুমি কি কোন সনদ অর্জন করেছ? নাকি করোনি?" তিনি বললেন: "না।" হাজী সাহেবটি নিজের হাতের লিখিত

(১) শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা **আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজেকে "সগে মদীনা" হিসেবে পরিচয় করাতে ভালবাসেন। **(অনুবাদ মজলিশ)**

www.dawateislami.net

একটি চিঠি সেই আশিকে রাসূলটিকে দেখিয়ে বললেন: "দেখ! রাসূলের দরবার থেকে আমি সনদ পেয়েছি!" চিঠিতে লেখা ছিলো "তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো"। আশিকে রাসূলটি সেই চিঠি পড়েই ব্যাকুল হয়ে গেলেন এবং কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন আর এই বলে হাঁটতে শুরু করলেন যে, "আমিও **আমার প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে মাগফিরাতের সনদ নিবো!" রাস্তায় আসতেই দেখতে পেলেন, একটি বাস দাঁড়িয়ে আছে। কন্ডাক্টর বলছে: "মদীনা তিন রুপি! মদীনা তিন রুপি!!" আশিকে রাসূলটি লাফ দিয়ে বাসে উঠে পড়লেন। তিন রুপি ভাড়া আদায় করলেন এবং বাস যাত্রা শুরু করলো। কিছুক্ষণ পর কন্ডাক্টর বলতে লাগলো: "মদীনা এসে গেছে! মদীনা এসে গেছে!" আশিকে রাসূলটি বাস থেকে নেমে গেলেন। سُبْحٰنَ الله তা সত্যি সত্যিই মদীনাই ছিলো আর তাঁর চোখের সামনে সবুজ গুম্বদ আপন জ্যোতি ছড়াচ্ছিল! তিনি ব্যাকুল হয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন, মসজিদে নববী শরীফে عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام প্রবেশ করলেন এবং সোনালী জালীর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর বুকের মাঝে চেপে থাকা বেদনা অশ্রু হয়ে দুই চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় গড়িয়ে পড়তে লাগল। সালাম আরয করার পর অশ্রুসজল নয়নে তিনি মাগফিরাতের সনদের আকুল বাসনা পেশ করতে লাগলেন। হঠাৎ একটি চিরকুট তাঁর বুকের উপর এসে পড়লো। অস্থির হয়ে তিনি তা পড়লেন। তাতে লেখা ছিলো, "তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।" তিনি অত্যন্ত সাবধানতার সাথে কাগজটি পকেটে রাখলেন আর খুবই আনন্দিত চিত্তে বেরিয়ে এলেন। আসতেই তিনি সেই বাসটি দেখলেন। কন্ডাক্টর ডাকছিলো: "মুলতান তিন রুপি, মুলতান তিন রুপি!" আশিকে রাসূলটি বাসে উঠে পড়লেন, তিন রুপি ভাড়া আদায় করলেন, বাসটি চলতে শুরু করলো। কিছুক্ষণ পর কন্ডাক্টর বলতে লাগল: "মুলতান এসে গেছে! মুলতান এসে গেছে!" আশিকে রাসূলটি নেমে গেলেন এবং নেমেই তাঁর কাফেলার লোকজনের নিকট এলেন। এসব ঘটনার যেহেতু সামান্য সময়ের মধ্যেই ঘটে গিয়েছিলো, তাই সকল হাজী সাহেবরা সেখানেই উপস্থিত

www.dawateislami.net

ছিলেন। তাঁরা যখন আশিকটির কাছে 'সনদ' দেখতে পেলেন, সকলেই হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁরা সবাই সেই আশিকে রাসূলকে খুবই সম্মান করলেন। বিশেষ করে যে হাজী সাহেবটি আশিকটির সাথে ঠাট্টা করেছিলেন, তিনি অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগলেন এবং তিনি নিজের অপরাধের জন্য তাওবা করলেন, আশিকে রাসূলটির নিকটও তিনি ক্ষমা চাইলেন এবং তিনি সংকল্প করে নিলেন যে, যতদিন পর্যন্ত রওযায়ে রাসূল থেকে 'সনদ' পাবো না, ততদিন পর্যন্ত প্রতি বৎসর হজ্ব করতে থাকবো আর মদীনা শরীফে হাজিরী দিয়ে মাগফিরাতের সনদ এর আবেদন জানাতে থাকব, নিশ্চয় আমি আমার **দয়াময় আক্বা, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট আশা রাখি যে, তিনি আমি গুনাহগারকে নিরাশ করবেন না। আশিকটি নিজের মাঝে নিজেই ছিলেন না, কিছু দিনের মধ্যেই তিনি ইন্তেকাল করেন আর ওই হাজী সাহেবটি এখনো পর্যন্ত প্রতি বৎসর বরাবরই হাজিরীর সৌভাগ্য অর্জন করে চলেছেন।" {এটি লেখা পর্যন্ত (৮ শাওয়াল, ১৪৩৩ হিজরি) ঘটনাটি শুনেছি প্রায় ৩৫ বৎসর হয়ে গেছে, বর্তমানে সেই হাজী সাহেবের অবস্থা জানা নাই।}

তামান্না হে ফরমায়িয়ে রোজে মাহশর,
ইয়ে তেরি রেহাঈ কি চিঠঠি মিলি হে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবীর দয়ায় হারানো পুত্রকে ফিরে পেলো

শায়খ আবুল কাসেম বিন ইউসুফ ইস্কান্দারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমি মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا ছিলাম, এক আশিকে রাসূলকে দেখেছিলাম যে, তিনি নূরানী কবরের পাশে প্রায় এভাবেই ফরিয়াদ করছিলেন: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার ওসীলা গ্রহণ করলাম, যেন আমার হারানো ছেলেকে ফিরে পাই।" জিজ্ঞাসা করাতে তিনি আমাকে বললেন: "জিদ্দা শরীফ থেকে আসার সময় আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন

www.dawateislami.net

সারতে যাই, সেই সময়েই আমার ছেলেটি হারিয়ে যায়।" কয়েক বৎসর পর সেই ব্যক্তির সাথে আমার মিসরে সাক্ষাৎ হলে আমি তার কাছে ছেলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: "اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি আমার ছেলেকে খুঁজে পেয়েছিলাম। হয়েছিলো কী! একটি সম্প্রদায় তাকে জোর করে গোলাম বানিয়ে তাদের উট চারানোর কাজে লাগিয়ে দেয়। সেই সম্প্রদায়েরই এক নেককার আশিকে রাসূল মহিলা **দো জাহানের শাহানশাহ্, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নে দেখেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মহিলাটিকে প্রায় এভাবেই ইরশাদ করেন: "মিসরের যুকবটিকে মুক্ত করিয়ে তার ঘরে পাঠিয়ে দাও।" অতএব, সেই আশিকে রাসূল মহিলাটির সুপারিশক্রমে আমার ছেলেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়।" (শাওয়াহিদুল হক ফিল ইস্তিগাছাতি বিসাইয়্যিদিল খলক, ২৩০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ওয়াল্লাহ্ উহ সুন লেঙ্গে ফরিয়াদ কো পৌঁছেঙ্গে,
ইতনা ভি তো হোকোয়ি জো 'আহ্' করে দিল চে।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবীকে ডাকলে দুর্বলতা দূর হয়ে যায়

হযরত সায়্যিদুনা আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন সালিম সিজিলমাসী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: "আমি **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওযায়ে আনওয়ার যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে পায়ে চলা কাফেলার সাথে মুসাফির হয়ে গেলাম। সফরকালে যখনই কোন দুর্বলতা অনুভব করতাম, আরয করতাম: "اَنَا فِيْ ضِيَافَتِكَ يَا رَسُوْلَ الله অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার মেহমান!" তখন সাথে সাথে দুর্বলতা দূর হয়ে যেতো। (শাওয়াহিদুল হক, ২৩১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

থকা মান্দা হে উহ জো পাওঁ আপনে তোড় কর বেয়ঠা,
উয়হি পৌঁছা হুয়া ঠেহ্‌রা জো পৌঁছা কোয়ে জানাঁ মেঁ। (যওকে নাত)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সবুজ গম্বুজ দেখার সাথে সাথেই প্রাণ বেরিয়ে গেলো!

মাওলানা হাফেজ বসীরপুরী তাঁর হজ্বের সফরনামায় লিখেছেন: "১৯৭২ ইংরেজীতে আমার মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا পবিত্র রমযান মাস নসীব হয়। সম্ভবতঃ পবিত্র রমযানের দ্বিতীয় শুক্রবার ছিলো, এক আশিকে রাসূল তাঁর সাথীদের বাধ্য করে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই মক্কা শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا থেকে মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا নিয়ে আসেন এবং আসতেই নিজের মালামাল বেপরোয়াভাবে ফেলে **নবীয়ে রহমত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়ে গেলেন। সালাম আরয করার পর দুই রাকাত নফল নামায আদায় করলেন। এরপর বাবে জিব্রাঈল দিয়ে বাইরে এলেন, ঘুরে সবুজ গুম্বদের দিকে দৃষ্টি দিলেন এবং সাথে সাথেই অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। মুখ দিয়ে রক্ত বের হতে লাগল এবং কোনরূপ ছটফট করা ছাড়াই শান্ত হয়ে গেলেন।" (আনোয়ারে কুত্‌বে মদীনা, ৬২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কাশ! গুম্বদে খাদ্বরা পর নিগাহ্ পড়তে হি,
খা কে গশ মে গির জাতা ফির তড়প কে মর জাতা।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঋণ পরিশোধ করিয়ে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন মুনকাদির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহাজাদা বর্ণনা করেন: "ইয়ামেনের এক ব্যক্তি আমার পিতার কাছে ৮০টি দীনার আমানত রেখে বললেন: 'আপনার প্রয়োজনে এগুলো খরচ করতে পারবেন। আমি এলে তখন আমাকে দিয়ে দিবেন।' এই বলে তিনি জিহাদের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন। তিনি যাওয়ার পর মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا কঠিন দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি প্রাধান্য বিস্তার করলে আব্বাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই দীনারগুলো লোকজনের মাঝে বিতরণ করে দিলেন। কিছু দিন যেতেই সেই লোকটি আসলো এবং তার মুদ্রাগুলো ফেরত চাইলেন। আব্বাজান বললেন: "আগামীকাল আসুন।" অতঃপর তিনি সারা রাত মসজিদে নববী শরীফে عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام অবস্থান করলেন। কখনো রওযায়ে পুর আনওয়ারে উপস্থিত হতেন আর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কৃপাদৃষ্টি চাইতেন আবার কখনো পবিত্র মিম্বরের নিকটে এসে মুনাজাত করতে লাগলেন। এমনকি দিনের আলো ছড়াতে লাগল। সেই আলো-আঁধারির সময় এক ব্যক্তি একটি থলে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন: "হে মুহাম্মদ বিন মুনকাদির! এগুলো নিন।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাত বাড়িয়ে থলেটি নিলেন। খুলে দেখলেন যে এতে ৮০টি দীনার রয়েছে। সকাল হলে সেই আমানত রাখা ব্যক্তিটি এলেন। আব্বাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে ৮০টি দীনার দিয়ে দিলেন। এভাবে তিনি সেই বার **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ায় ঋণ থেকে মুক্তি পেয়ে যান।"

(শাওয়াহিদুল হক, ২২৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হার তরফ মদীনে মেঁ ভিড় হে ফকীরোঁ কি,
এক দেনে ওয়ালা হে কুল জাহাঁ সুয়ালি হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

এক তুর্কী রোগীর চিকিৎসা

মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এক ব্যক্তিকে দেখা গেলো, যে আঘাতে জর্জরিত ছিলো। জানতে পারলাম, সে তুরস্কের অধিবাসি এবং ১৫ বৎসর ধরে অসুস্থ। তুরস্কে চিকিৎসা করে বিফল হয়েছে। কেউ তাকে মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এর 'খাকে শিফা' রোগ-নিরাময়ী মাটি ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন, তুর্কী রোগীটি পরামর্শ অনুযায়ী আমল করলো। যে রোগ ১৫ বৎসর যাবৎ ভাল হলো না, اَلْحَمْدُ لِلّٰه তা মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই দুই অংশ সুস্থ হয়ে গেলো। সেই তুর্কী লোকটি কান্না করতে করতে তার বেদনাদায়ক ঘটনার কথা বলত আর মদীনা শরীফের মাটির গুনগান গাইতো।

(মদীনাতুর রাসূল, ১৩৩ পৃষ্ঠা)

না হো আরাম জিচ বীমার কো সারে জমানে চে,
উঠা লে জায়ে থুড়ি খাক উন কে আস্তানে চে। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! নিঃসন্দেহে মদীনার মাটিতে **আল্লাহ্ পাক** আরোগ্য রেখেছেন। যদি সত্যিকার বিশ্বাস থাকে, তবে اِنْ شَآءَ الله নিরাশ হতে হবে না। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এর মাটি দ্বারা রোগ মুক্তির সুসংবাদ সম্পর্কীত অনেক হাদীস শরীফ বিদ্যমান। এপ্রসঙ্গে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন :

(১) غُبَارُ الْمَدِيْنَةِ شِفَاءٌ مِّنَ الْجُذَامِ অর্থাৎ "মদীনার মাটিতে কুষ্ঠ রোগের নিরাময় রয়েছে।" (জামেয়ে সগীর, ৩৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৭৫৩) হযরত আল্লামা কাস্তালানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: "মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এর একটি বৈশিষ্ট্য এও যে, এর পবিত্র মাটি কুষ্ঠ ও ধবল রোগ বরং যে কোন রোগেরই মহৌষধ।" (আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ্, ৩য় খন্ড, ৪৩১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(২) غُبَارُ الْمَدِيْنَةِ يُبْرِىءُ الْجُذَامَ অর্থাৎ "মদীনার মাটি কুষ্ঠ রোগ ভাল করে দেয়।" (জামেয়ে সগীর, ৩৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৭৫৪)

(৩) وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّ فِىْ غُبَارِهَا شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ "সেই মহান সত্ত্বার শপথ! যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ! নিঃসন্দেহে মদীনার মাটি যে কোন রোগেরই মহৌষধ।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২য় খন্ড, ১২২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৮৫)

মদীনার মাটি এবং ফল-ফলাদীতে শিফা রয়েছে

"**জযবুল কুলূব**" নামক কিতাবে বর্ণিত রয়েছে: "**আল্লাহ্ পাক** মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এর মাটি আর ফল-ফলাদীতে রোগ মুক্তি রেখেছেন এবং অনেক হাদীস শরীফে এসেছে: মদীনার মাটিতে যে কোন রোগের নিরাময় রয়েছে এবং কতিপয় হাদীস শরীফে مِنَ الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ অর্থাৎ 'কুষ্ঠ ও ধবল থেকে' আরোগ্যের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিছু কিছু 'হাদীসে' মদীনার এক বিশেষ স্থান 'সুয়াইব' এর কথা উল্লেখ রয়েছে (সকলে এই স্থানকে 'খাকে শেফা' বলে থাকে)। কিছু বর্ণনায় রয়েছে যে, **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন এক সাহাবীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন সেই মাটি দিয়ে জ্বরের চিকিৎসা করেন। অনেক বুযুর্গের কাছে থেকে 'সুয়াইব' নামক স্থানের পবিত্র মাটি দিয়ে চিকিৎসা করার বর্ণনাও পাওয়া যায়।" (জযবুল কুলুব, ২৭ পৃষ্ঠা)

সারা বৎসরের জ্বর এক দিনেই নিরাময় হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মজদুদ্দীন ফিরোজাবাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমার গোলাম সারা বৎসরই জ্বরে ভুগত, আমি মদীনা শরীফের মাটি ('সুয়াইব' নামক স্থানের 'খাকে শেফা') সংগ্রহ করলাম এবং পানিতে সামান্য গুলে খাইয়ে দিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে আরোগ্য লাভ করলো।" (প্রাগুক্ত)

www.dawateislami.net

‘খাকে শিফা’ দ্বারা ফুলা রোগের চিকিৎসা

শায়খে মুহাক্কিক হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “যে দিনগুলোতে আমি মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا উপস্থিত ছিলাম, তখন কোন কারণে আমার পা ফুলে গিয়েছিলো। চিকিৎসকরা তা মারাত্মক রোগ বলে উল্লেখ করে চিকিৎসা বন্ধ করে দিলেন। আমি (সুয়াইব নামক স্থান থেকে) মোবারক মাটি নিলাম আর ব্যবহার করা শুরু করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه কিছু দিনের মধ্যেই ফুলার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে গেলাম। (তাছাড়া) আশিকে রাসূলেরা ‘সুয়াইব’ নামক স্থানকে ‘খাকে শিফা’ নামেই জানেন। কিন্তু আফসোস! সেই বরকতময় স্থানটি বর্তমানে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। কখনো কখনো আশিকেরা স্থানটি খুঁড়ে ‘খাকে শিফা’ নিয়ে আসেন। কিন্তু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বশীলরা ধুনা ইত্যাদি ফেলে তা আবারও বন্ধ করে দেয়।”

মদীনে কি মাট্টি যরা সি উঠা কর,
পিও ঘোল কর হার মরজ কি দওয়া হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দুনিয়ার জন্য সম্পদ সঞ্চয়কারীগণ নির্বোধ

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: দুনিয়া তার জন্য ঘর যার কোন ঘর নেই, তার জন্য সম্পদ যার কোন সম্পদ নেই, এর জন্য সেই সঞ্চয় করে যার মধ্যে বোধশক্তি নেই।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, ২/২৫০, হাদীস: ৫২১১)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net